জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা – মার্চ ২০০৯/০১

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

<u>সংবাদ শিরোনাম:</u>

* আফগানিস্তানে আগামী আগস্টে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে জাতিসংঘ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা স্বাগত জানিয়েছেন
* মানব পাচার বন্ধে 'নৈতিক উদ্দীপনা' প্রয়োজন– সাধারণ পরিষদ সভাপতি
* নারীদের এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক সেবার ব্যাপক অধিকার প্রদানে মিগিরোর আহ্বান
* জীবনঘাতি রোগ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অগ্রগতি হয়েছে – জাতিসংঘ প্রতিবেদন

আফগানিস্তানে আগামী আগস্টে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাকে জাতিসংঘ উর্ধ্বতন কূটনীতিক স্বাগত জানিয়েছেন

৪ মার্চ– আফগানিস্তানে জাতিসংঘের উর্ধ্বতন কূটনীতিক দেশটির স্বাধীন নির্বাচন কমিশন (IEC) কর্তৃক আগামী ২০ আগস্ট ২০০৯ রাষ্ট্রপতি ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের তারিখ পুনঃঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আরোও উলে–খ করেন এই সময়ের মধ্যে নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হবে।

আফগানিস্তানে জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি কাই এ্যাইদে কাবুলে ইস্যুকৃত এক বক্তব্যে বলেন, 'আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় নির্ধারিত এই তারিখটি IEC কে বাস্তবধর্মী ও যৌক্তিক প্রস্তুতি নেয়ার, প্রার্থীদের প্রচারণা চালানোর এবং আফগান ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহিনীকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রয়োজনীয় সময় প্রদান করবে।'

আফগানিস্তানে জাতিসংঘ সহযোগিতা মিশনের প্রধান (UNAMA) জনাব এ্যাইদে বলেন, দেশে গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। "এ কারণে আমি ব্যাপক ঐক্যমত্যের ওপর গুরুত্বারোপ করছি যাতে দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈধতা নিশ্চিত করতে নির্বাচন প্রক্রিয়া এগিয়ে যেতে পারে।"

বিশেষ প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতার প্রয়োজনীয়তার কথা উলে–ক করে এ প্রক্রিয়ায় আফগান কর্তৃপক্ষ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্বের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন।

জাতিসংঘ এ প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ সহয়োগিতা প্রদান করবে বলে উলে–খ করে জনাব এ্যাইদে বলেন, "আগামীতে তিনি আফগান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাত অব্যাহত রাখবেন যাতে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সুসংগঠিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যমত্য অর্জন করা যায়।"

মানব পাচার বন্ধে 'নৈতিক উদ্দীপনা' প্রয়োজন – সাধারণ পরিষদ সভাপতি

৩ মার্চ– একবিংশ শতাব্দীতে মানব পাঁচারের কোন স্থান নেই উলে–খ করে আজ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ সভাপতি এই সংকট মোকাবেলায় রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উর্ধ্বে উঠে অঙ্গীকার করার ও পরিবর্তন আনার আহ্বান জানান।

মিগুয়েল ডি' স্কোটো বাহরাইনের মানামাতে আজ দু'দিনের সম্মেলন শেষে বলেন, মাদক ও অস্ত্রের পরই বিশ্বের সবচেয়ে লাভজনক বাণিজ্য হলো মানব পাচার।

তিনি বলেন, যদিও সাধারণ পরিষদ এ অপরাধ দমনে বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে অঙ্গীকারের মাধ্যমে আহ্বান জানিয়েছে, তবুও সত্যিকারের বিশ্বাসযোগ্য ও টেকসই পরিবর্তনের জন্য কেবল সাধারণ রাজনৈতিক ইচ্ছা প্রকাশই যথেষ্ট নয়।

ব্যক্তি হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের অন্ত:স্থ নৈতিকতাকে জাগ্রত করার এখনই সময় এবং জাতি হিসেবে সব নার ও নারীর অধিকার নিশ্চিত করতেই পরিবর্তন আনা প্রয়োজন।

জনাব মিগুয়েল ডি´ স্কোটো উলে-খ করেন গত মাসে জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর (UNODC) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উলে-ক করা হয় যে, অনেক দেশের বিচার ব্যবস্থায় এই অপরাধের ভয়াবহতাকে গণ্য করা হয় না।

এই সংকট মোকাবেলায় অনেক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সংশি-ষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও এখনো এ বিষয়ে কার্যকর বৈশ্বিক উদ্যোগের স্বল্পতা রয়েছে। আমাদের এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা শাস্তিমুলক ও ক্ষতিপুরনের পদক্ষেপগুলোকে সমন্বিত এবং উন্নয়ন, বিচার ও নিরাপত্তাগত মাত্রাকে একটি সাধারণ কাঠামোতে আবদ্ধ করবে।

জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার পরিসংখ্যাণ অনুযায়ী বছরে ২ মিলিয়ন মানুষ দাসে পরিণত হচ্ছে এবং গত মাসে UNODC প্রকাশিত প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় যে মানব পাচারের শিকার প্রতি ১০০ জনের মধ্যে মাত্র একজন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়।

UNODC এর নির্বাহী পরিচালক নিউইয়কে এই প্রতিবেদনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বলেন, "যদি প্রশ্ন করা হয় আমরা কি এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি করছি? তাহলে আমরা উত্তর হবে: আমিতো মনে করি পরিবর্তন হচ্ছে।"

মানব পাচাঁরের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ যৌন নিপীড়ন সংক্রান্ত, তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে কারণ হিসেবে বলেন, অন্যান্য অপরাধ যেমন- দাসত্ব, শিশু নিপীড়ন প্রভৃতির চেয়ে বেশি দৃশ্যমান এবং গ্রন্থিত। তবে এটি একটি কাল্পনিক হিসাব।

এইচআইভি/ এইডস বিষয়ক সেবা দানকারী নারীদের ব্যাপক অধিকার প্রদানে মিগিরোর আহ্বান

২ মার্চ´- নারী ও পুরুষের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণে ব্যাপক ভারমাস্য স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে জাতিসংঘ উপমহাসচিব আশা-রোজ মিগিরো বলেন, এইচআইভি/ এইডস্ আক্রান্ত মানুষদের সেবা করার বোঝা নারীদের ওপর অনেক বেশি।

নিউইয়র্কে নারী বিষয়ক কমিশনের (Commission on the Status of Women- CSW) ৫৩তম অধিবেশনে তিনি উলে-খ করেন, এই অসমতা ' অন্যায় ও নারীর প্রতি সহিসংতার চেয়েও একটি ভয়াবহ রকমের বৈষম্য' ।

নারীরা চাকুরি, শিক্ষা ও সাধারণ জীবনে বাধাঁর শিকার হয়, অথচ পুরুষরা পরিবারের কাজ থেকে দুরে সরে থাকে। তিনি বলেন পরিবার সম্প্রদায় ও সমাজ - সবাই এর কুফল ভোগ করে।

তিনি এইচআইভি/ এইডসের ব্যপকতা দমনে বিস্তৃত পদক্ষেপ ও সমাজের সবাই নিয়োজিত হয়ে, সব ভারসাম্যহীনতাতে চিহ্নিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি কতগুলো পদক্ষেপ যেমন- পারিশ্রমিকবিহীন কাজগুলোর স্বীকৃতি এবং গৃহস্থালী ও সেবা সংক্রান্ত দায়িত্বের বোঝাবহনকে সহজতর করাসহ বাড়ি, সম্প্রদায়ে প্রতিপালন সেবা প্রদান প্রভৃতি অবশ্যই গ্রহণ করা উচিত বলে উলে-খ করেন।

এছাড়াও উপমহাসচিব এ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও নীতি নির্ধারণেরও আহ্বান জানান, যেমন- নারীর ও পুরুষের মধ্যে বেতন বৈষম্য দুরীকরণ আইন এবং চাকুরি সংক্রান্ত চুক্তি শিথিলকরণ।

তিনি বলেন, আমাদের এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, সেবা প্রদানকারিরা তাদের কাজ দক্ষতার সঙ্গে পালন করবে এবং এজন্য সমাজ তাদের যথযথ পারিশ্রমিক প্রদান করবে। আমাদের অবশ্যই নারী ও কন্যা শিশু যারা এইচআইভি/ এইডস আক্রান্তদের সেবায় তাদের সময় ব্যয় করছে তাদের ক্ষমতায়নে পর্যাপ্ত সম্পদ সরবরাহ করতে হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে চলমান বৈশ্বিক ও অর্থনৈতিক সংকট থেকে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অসমতা দুরীকরণকে অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য হলো দারিদ্র ও লিঙ্গ বৈষম্য দুরীকরণসহ আটটি লক্ষ্যের সমষ্টি যা অর্জনের নির্ধারিত সময় হলো ২০১৫।

CSW সেশনে উচ্চ পর্যায়ের গোলটেবিল বেঠক ও বিশেষজ্ঞ প্যানেলের মাধ্যমে এইচআইভি/ এইডস আক্রান্তদের সেবায় নারী ও পুরুষের মধ্যে অসম দায়িত্ব ভাগাভাগির বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। জাতিসংঘ সংস্থা, স্থায়ী আন্তর্জাতিক মিশনসমুহ এবং বেসরকারি সংস্থাসমুহের অসংখ্য সমান্তরাল ঘটনা দুই সপ্তাহব্যাপী এই সেশনে আলোচিত হবে।

জীবনঘাতি রোগ ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর অগ্রগতি হয়েছে- জাতিসংঘ প্রতিবেদন

২৭ ফেব্রুয়ারি - আজ জাতিসংঘ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় যদিও ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যুর সংখ্যা হ্রাসে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, বর্তমানে এর সংখ্যা বছরে ১ মিলিয়ন এবং ২০১৫ তে এর সংখ্যা শুন্যে নামিয়ে আনা হবে, তবুও এই লক্ষ্যে পৌছাঁতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে তাদের পদক্ষেপ আরোও বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় সাব-সাহারা অঞ্চলের ৪০ শতাংশেরও বেশি জনগণের এখন দাওয়াই দেয়া টেকসই মশারি (Long-Lasting Insecticide mosquito Nets- LLINs) ব্যবহারের সুযোগ আছে । ২০০৫ সালে এর সংখ্যা ছিল মাত্র ১০ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান এটাই নির্দেশ করে যে এ মহাদেশের কিছু মানুষ মশারি ব্যবহার করে লাভবান হয়েছে। এটা জাতিসংঘ মহাসচিব কর্তৃক ২০১০ সালের শেষ নাগাদ সর্বজনীন ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ম্যালেরিয়া প্রবণ আফ্রিকার সবগুলোতে এ সংখ্যা ৯০ শতাংশে উন্নীত করার উদ্যোগের কারণে সম্ভব হয়েছে। এই প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয় এই সময়ের মধ্যে এ অঞ্চলে ১৪০ মিলিয়ন মশারি বিতরণ করার ফলে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন প্রাণ রক্ষা পাবে।

জাতিসংঘ মহাসচিবের ম্যালেরিয়া বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি রে চেম্বারস্ বলেন, এই মুহূর্তে আমরা ম্যালেরিয়া প্রবণ আফ্রিকার দেশগুলোর ৪০ শতাংশেরও বেশি মানুষের মাঝে LLINs এর বিতরণ উন্নীতর করার মাধ্যমে অগ্রগতির সুনিদিষ্ট নির্দেশকগুলো চিহ্নিত করতে পারি।

এই প্রতিবেদনের উদ্বোধন সংক্রান্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জনাব চেম্বারস আরো বলেন, এক বছরে এ উন্নয়ন খুবই উৎসাহব্যঞ্জক, যা লক্ষ্য অর্জনের অনেক বৈশিষ্টকে নির্দেশ করে।

জনাব চেম্বাসের প্রতিবেদনে উলে-খ করা হয়েছে যে ২০০৮ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নের সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো ম্যালেরিয়া প্রবণ আফ্রিকার দেশগুলোতে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং এইডস, যক্ষা এবং ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে বৈশ্বিক অনুদানের একগুচ্ছ প্রস্তাব পেশ করেছিল, যার উত্তরে ১.৫৭ বিলিয়ন ডলার অনুদান সংগৃহীত হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে মাল্যেরিয়ার সংখ্যা শুন্যে নামিয়ে আনার ঘোষণার কথাও উলে-খ করে বলা হয় যে যেহেতু ম্যালেরিয়ার সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো দৃশ্যমান সেহেতু একটি মাত্র ভুল আমাদের লক্ষ্য অর্জনের সমগ্র প্রক্রিয়াকে বাঁধাগ্রস্থ করতে পারে।

সুদৃঢ় নেতৃত্ব, আবিস্কার, সম্পদের সহজলভ্যতা, সামষ্টিক সদিচ্ছার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে এই ব্যাধির বিরুধ্বে লড়াই আরো জোড়ালো হয়েছে। জনাব চেম্বারস্ সর্তক করে দিয়ে বলেন আমরা আমাদের লালিত ইচ্ছাকে নষ্ট হতে দিতে পারি না।

জনাব চেম্বার প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহযোগিতা যেমন- জনস্বাস্থ্য সুবিধায় চিকিৎসা সেবা প্রদান, দ্রুত পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং যথেষ্ট পরিমাণ ম্যালেরিয়া নিরোধক ওষুধ উৎপাদন বিশেষ করে artemisinin-based combination therapies -ACTs প্রভৃতি আবিস্কারে করতে ২০০৮ সালে LLINs যে পরিকল্পনা ও শক্তি দিয়ে পরিচালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তা আরো বৃদ্ধি করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

** ** **